যুগান্তর

তারিখ 06 FEB 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি কলেজে শিক্ষকদের সুষম বণ্টনে বিধিমালা জারি

শিক্ষক নেতারা বলছেন, ভোগান্তি ও দুর্নীতি বাড়বে

মুশতাক আহমদ

সরকারি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশাসনে বিদ্যমান বিশৃংখলা দূর করার লক্ষ্যে সরকার নতুন বিধিমালা জারি করেছে। নতুন বিধিমালায় সারাদেশের সরকারি কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত পাঠদান নিশ্চিত করতে সুষম শিক্ষক বণ্টন, কম সময়ের মধ্যে নিয়োগ ও বদলি নিশ্চিত, বদলি ও নিয়োগ সংক্রান্ত কাজের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন, শিক্ষকদের পরিচিতি নম্বর প্রণয়ন ও বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার, চাকরি জীবনের শেষ বছরে পছন্দের কলেজে অবস্থানসহ বিভিন্ন দিক গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার ওই পরিপত্র জারি করে। এতে শিক্ষক বদলি ও পদায়ন প্রক্রিয়া দেখভালের জন্য নতুন দুটি কমিটি গঠনের ঘোষণা রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটি কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক এবং ঢাকা শহরের কলেজের সব ধরনের নিয়োগ-বদলি করবে। অপরদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপক বদলি ও পদায়নের বিষয়টি দেখভাল করবে। ইতিপূর্বে এসব বিষয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করত

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

শিক্ষক : সুষম বণ্টন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আঞ্চলিক শিক্ষা কমিটি (আশিক)।

সরকারের জারি করা এই নতুন বিধিমালায় শিক্ষক হয়রানি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্য আরও বাড়বে বলে দাবি করেছেন শিক্ষকরা। তারা বদলি সংক্রান্ত সব কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে পুরো নিয়ে যাওয়া কিংবা আশিকের হাতে ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলেন, মন্ত্রণালয়ের ওপর আস্থা থাকলেও মাউশির কাজের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে তাদের সংশয় ও অভিযোগ আছে।

দেশে বর্তমানে ২৫২টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে ৪ লাখ ৪৭ হাজার ৪১৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন ৯ হাজার ৭৮৭ জন শিক্ষক। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিগত তিনটি বিসিএসে বিপুলসংখ্যক প্রভাষক নিয়োগ এবং সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া সত্ত্বেও বর্তমানে দেড় সহস্রাধিক অধ্যাপকসহ শিক্ষকের বিভিন্ন পদ শূন্য রয়েছে। সূত্র জানায়, সর্বশেষ ২৭তম বিসিএসে যে সংখ্যক প্রভাষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে, তাদের নিয়োগ দেয়ার পরও এই শূন্যতা থাকবে। অভিযোগ রয়েছে, সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষকদের অবহেলা এবং প্রশাসনে নানারকম বিশৃংখলা রয়েছে। ক্লাসে উপস্থিতি এবং ক্লাসে পাঠদানের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় ইচ্ছামাফিক চলছেন শিক্ষকরা। আবার তদবিরের মাধ্যমে ইচ্ছানুযায়ী তারা পছন্দের কলেজে চলে আসেন। এর ফলে একদিকে গ্রামাঞ্চলের কলেজ হয়ে পড়ে শিক্ষকশূন্য। অপরদিকে শহরের কলেজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক থাকেন। আর হাজিরা সিস্টেম না থাকায় এসব শিক্ষক ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রাজনীতির পাশাপাশি কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবসায় বেশি সময় দেন। ফলে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সব সরকারি কলেজের শিক্ষার মানে দেখা দিয়েছে নেতিবাচক প্রভাব।

সোমবার এই পরিপত্র জারির মাধ্যমে ইতিপূর্বে বদলি সংক্রান্ত সব নীতিমালা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। পরিপত্রে ১৩ দফা নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং ঢাকা মহানগরীর কলেজগুলোতে সব ধরনের শিক্ষক পদায়ন করবে মন্ত্রণালয়। আর ঢাকা শহরের বাইরে প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক পদে বদলির দায়িত্ব মাউশির। তবে মাউশির সদর ও আঞ্চলিক কার্যালয়, স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, এনসিটিবি, ডিআইএ, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য সংযুক্ত দফতর, সংস্থা এবং প্রকল্পের পদে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে বা বিভাগে প্রেষণে নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

এতে মাউশিকে এক মাসের মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের সব কর্মকর্তার ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত (পিডিএস) প্রণয়নের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এটা সংরক্ষণ করবে। একই সঙ্গে সব সরকারি কলেজে শিক্ষকের শূন্য পদের তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, নিয়মিতভাবে মাউশিকে পরিচিতি নম্বরসহ শিক্ষকদের তথ্যাদি মন্ত্রণালয় প্রেরণ ও এক মাস পরপর এই তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। শিক্ষকদের সব ধরনের যোগাযোগে এই পরিচিতি নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এসেছে বদলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। সাধারণত শিক্ষকদের নিজ এলাকায় অবস্থান এবং শহরমুখী প্রবণতা বেশি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে কলেজে শিক্ষকদের পদ অবশিষ্ট থাকে কিনা, বিভাগ চলবে কিনা, শূন্য পদ আছে কিনা— এসব বিবেচনায় রাখা হয় না। পরিপত্রে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, বদলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যে পদে বদলি হবে সে পদে প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট পদ, মোট শিক্ষকের সংখ্যা, কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বিবেচনায় রাখতে হবে। কোনভাবেই বিভাগ শূন্য করে বদলি করা যাবে সংকট নিরসনের জন্য অভ্যন্তরীণ-পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বদলি করতে হবে। ঢালাওভাবে গ্রামাঞ্চলের কলেজ খালি করে বদলির আদেশ দেয়া যাবে না।

ইতিপূর্বে শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত আদেশ মাউশি এবং মন্ত্রণালয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকার নজির রয়েছে। এমন ঘটনাও রয়েছে যে, বদলির আদেশ জারির পর সংশ্লিষ্ট ফাইলই গায়েব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নতুন পরিপত্রে বলা হয়েছে, বদলির আদেশ জারির পর ৩ দিনের মধ্যে মাউশি ও মন্ত্রণালয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। এলপিআরে যাওয়ার আগে শিক্ষকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুবিধামতো স্থানে বদলির আবেদন করতে পারবেন। তবে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে তা অগ্রাধিকার পাবে।

চারটি ক্যাটাগরির শিক্ষক-কর্মকর্তার বদলি মাউশি ও মন্ত্রণালয় ভাগ করে নিলেও বদলি সংক্রান্ত আবেদন মাউশির মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় করতে হবে। কোনভাবেই সরাসরি মন্ত্রণালয়ে পেশ করা যাবে না। বদলির আবেদন মাউশি ১৫ দিনের বেশি আটকে রাখতে পারবে না। আর মাউশি থেকে পাওয়া এই আবেদনপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিবেচনা করে সুপারিশ বা প্রস্তাব করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুপারিশ ও প্রস্তাবপ্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করবে। অর্থাৎ কোনভাবেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলা যাবে না।

বদলি সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের জন্য মাউশির মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যের কমিটি করতে হবে। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন মাউশির উপ-পরিচালক (কলেজ) ও সহকারী পরিচালক (কলেজ-১)। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বদলি সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক হবেন একজন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)। মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব (কলেজ), মাউশির মহাপরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব (কলেজ) সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মতিউর রহমান গাজ্জালী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশকে তারা স্বাগত জানান। সংশ্লিষ্টদের সৎ উদ্দেশ্য থাকলেও এতে শিক্ষক হয়রানি ও ভোগান্তি এবং আমলাতান্ত্রিক দৌরাত্ম্য বাড়বে। বাড়বে দুর্নীতি। তিনি বদলির বিষয়টি আঞ্চলিক শিক্ষা কমিটি (আশিক) বা মন্ত্রণালয়ের হাতে পুরোপুরি নিয়ে যাওয়ার দাবি করে বলেন, মাউশির বর্তমান মহাপরিচালক সরকারি শিক্ষকদের দুটি সংগঠনের একটি অংশের নেতা। বিগত পাঁচ বছর যারা শিক্ষকদের নির্যাতন ও হয়রানি করেছেন এবং বিগত সরকারের তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করেছেন— শিক্ষা ভবনে এখনও সেসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ঘাপটি মেরে আছেন। তাই মাউশির ওপর শিক্ষকদের আস্থা নেই। মন্ত্রণালয়ের ওপর শিক্ষকদের আস্থা আছে বলে তিনি দাবি করেন। পরিপত্রটি আলোচনা ছাড়া হঠাৎ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।